

বিদ'আত পরিচিতির মূলনীতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিদ'আতের মৌলিক নীতিমালা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

চতুর্থ নীতি

সালাফে সালাহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরঈন যদি কোনো বাধা না থাকা সত্ত্বেও কোনো ইবাদাতের কাজ করা কিংবা বর্ণনা করা অথবা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে থাকেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিরত থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, কাজটি তাদের দৃষ্টিতে শরী'আতসিদ্ধ নয়। কারণ, তা যদি শরী'আতসিদ্ধ হত তাহলে তাদের জন্য তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই উক্ত 'আমল ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তী যুগে কেউ এসে সে 'আমল বা ইবাদাত প্রচলিত করলে তা হবে বিদ'আত।

হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, “যে সকল ইবাদাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ করেননি তোমরা সে সকল ইবাদাত কর না।”[1]

মালিক ইবন আনাস রহ. বলেন, “এই উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম যে 'আমল দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল একমাত্র সে 'আমল দ্বারাই উম্মাতের শেষ প্রজন্ম সংশোধিত হতে পারে।”[2]

ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. কিছু বিদ'আতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন, “এ কথা জানা যে, যদি এ কাজটি শরী'আতসম্মত ও মুস্তাহাব হত যদ্বারা আল্লাহ সাওয়াব দিয়ে থাকেন, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবহিত থাকতেন এবং অবশ্যই তাঁর সাহাবীদেরকে তা জানাতেন, আর তাঁর সাহাবীরাও সে বিষয়ে অন্যদের চেয়েও বেশি অবহিত থাকতেন এবং পরবর্তী লোকদের চেয়েও এ 'আমলে বেশি আগ্রহী হতেন। কিন্তু যখন তারা এ প্রকার 'আমলের দিকে কোনো ভ্রক্ষেপই করলেন না তাতে বোঝা গেল যে, তা নব উদ্ভাবিত এমন বিদ'আত যাকে তারা ইবাদাত, নৈকট্য ও আনুগত্য হিসেবে বিবেচনা করতেন না। অতএব, এখন যারা একে ইবাদাত, নৈকট্য, সাওয়াবের কাজ ও আনুগত্য হিসাবে প্রদর্শন করছে তারা সাহাবীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করছেন এবং দীনের মধ্যে এমন কিছু প্রচলন করছেন যার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেননি।”[3]

তিনি আরো বলেন, “আর যে ধরনের ইবাদাত পালন থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরত থেকেছেন অথচ তা যদি শরী'আতসম্মত হত তাহলে তিনি নিজে তা অবশ্যই পালন করতেন অথবা অনুমতি প্রদান করতেন এবং তাঁর পরে খলিফাগণ ও সাহাবীগণ তা পালন করতেন। অতএব, এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব যে এ কাজটি বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা।”[4]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যে সকল ইবাদাত পালন করা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তাঁর পরে উম্মাতের প্রথম প্রজন্মের আলিমগণ বিরত থেকেছিলেন নিঃসন্দেহে সেগুলো বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা। পরবর্তী যুগে কিংবা আমাদের যুগে এসে এগুলোকে ইবাদাত হিসেবে গণ্য করার কোনো শরঈ ভিত্তি নেই।

উদাহরণ:

১। ইসলামের বিশেষ বিশেষ দিবসসমূহ ও ঐতিহাসিক উপলক্ষগুলোকে ঈদ উৎসবের মত উদযাপন করা। কেননা

ইসলামী শরী'আতই ঈদ উৎসব নির্ধারণ ও অনুমোদন করে। শরী'আতের বাইরে অন্য কোনো উপলক্ষকে ঈদ উৎসবে পরিণত করার ইখতিয়ার কোনো ব্যক্তি বা দলের নেই। এ ধরনের উপলক্ষের মধ্যে একটি রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম উৎসব উদযাপন। সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তী 'আলিমগণ হতে এটি পালন করাতো দূরের কথা বরং অনুমোদন দানের কোনো বর্ণনাও পাওয়া যায় না। ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, “এ কাজটি পূর্ববর্তী সালাফগণ করেননি অথচ এ কাজ জাযিয় থাকলে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তা পালন করার কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল এবং পালন করতে বিশেষ কোনো বাধাও ছিল না। যদি এটা শুধু কল্যাণের কাজই হতো তাহলে আমাদের চেয়ে তারাই এ কাজটি বেশি করতেন। কেননা তারা আমাদের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি সম্মান ও মহব্বত করতেন এবং কল্যাণের কাজে তারা ছিলেন বেশি আগ্রহী।”[5]

২। ইতোপূর্বে বর্ণিত সালাত আর রাগায়েব বা শবে মি'রাজের সালাত উল্লিখিত চতুর্থ নীতির আলোকেও বিদ'আত সাবাস্ত হয়ে থাকে। ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনু আব্দুস সালাম রহ. এ প্রকার সালাত এর বৈধতা অস্বীকার করে বলেন, “এ প্রকার সালাত যে বিদ'আত তার একটি প্রমাণ হলো দীনের প্রথম সারির 'উলামা ও মুসলিমদের ইমাম তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও শরী'আহ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নকারী বড় বড় 'আলিমগণ মানুষকে ফরয ও সুন্নাত বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রবল আগ্রহ পোষণ করা সত্ত্বেও তাদের কারো কাছ থেকে এ সালাত সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় নি এবং কেউ তাঁর নিজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধও করেননি ও কোনো বৈঠকে এ বিষয়ে কোনো আলোকপাতও করেননি। বাস্তবে এটা অসম্ভব যে, এ সালাত আদায় শরী'আতে সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত হবে অথচ দীনের প্রথম সারির 'আলিমগণ ও মুমিনদের যারা আদর্শ, বিষয়টি তাদের সকলের কাছে থেকে যাবে সম্পূর্ণ অজানা”।[6]

>

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী

[2] ইকতিয়া আস-সিরাত আল মুস্তাকীম ২/৭১৮

[3] ইকতিয়া আস সীরাত আল-মুস্তাকীম ২/৭৯৮

[4] মাযমু' আল-ফাতাওয়া: ২৬/১৭২

[5] ইকতিয়া আস-সিরাত আল মুস্তাকীম: ২/৬১৫

[6] আত-তারগীব 'আন সালাতির রাগাইব আল-মাওদু'আ, পৃ. ৫-৯

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন